"স্বপ্নের ফেরিওয়ালা"

প্রকাশনায়

ESTD - 2012

উত্তরণ

সাথে থেকো...সাথে রেখো

...ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজসেবী সংগঠন

রেজিঃ নং - S/2L/34008

স্মরণিকা

ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন

Website : www.bankurauttoran.org

Visit us at : https://www.facebook.com / uttoranAnEndeavour

১১ই জুন'২০১৭- বৃত্তি ও পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানে দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হচ্ছে।

২৪শে মে'২০১৮- বিকনা বৃদ্ধাশ্রমে লালবাজারের পাল পরিবারের বড় কর্তার মৃত্যু বার্ষিকী পালন।

২৯শে অক্টোবর '২০১৭- খাতড়া গার্লস হাই স্কুলে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার একটি মুহূর্ত।

১৪ই নভেম্বর'২০১৭-রেল স্টেশনে সংলগ্ন বস্তির শিশুদের সাথে উদযাপিত হল জাতীয় শিশু দিবস।

৩১শে আগস্ট'২০১৭-কল্পনা সরেন তাঁর মেয়ের জন্মদিন পালন করেন রেল স্টেশনের শিশু ও ভিক্ষুকদের সাথে।

১৭ই জুলাই'২০১৭-তৃপ্তি কর্মকার ম্যাডাম "উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক" এর জন্য আমাদের হাতে বই তুলে দিলেন।

UTTORAN-AN ENDEAVOUR

(A Social Welfare Organization by Students)

Estd: 2012, Reg. No- S/2L/34008 of 2014-15

Office Address: Kankata (Near Shining India Child Development Center), Kenduadihi, Bankura, West Bengal-722102

Mobile: 9002733771/9476318934

Email: uttoran2012@gmail.com

Website: www.bankurauttoran.org

Visit us at: https://www.facebook.com/UttoranAnEndeavour/

Watch us on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2DdJ7o0j9wIThngoa9dB6Q

"SATHE THEKO SATHE REKHO"

সূচিপত্র

১। উত্তরণ

২। সম্পাদকের কলমে

৩। সভাপতির কলমে

৪। সহ সভাপতির কলমে

৫। পত্রিকা সম্পাদিকার কলমে

৬। কবিতাঃ উত্তরণ --- রুদ্র সুন্দর পতি

৭। বই বন্ধু --- বিপাশা মল্লিক

৮। কবিতাঃ সাথে আছি, এগিয়ে চলো--- সুদীপ্ত গরাই

৯। কবিতাঃ ত্রাতারূপে উত্তরণ --- তাপস চক্রবর্তী

১০। আমার সত্ত্বা বিকাশে উত্তরণ --- সোহিনী দাস

১১। আমাদের উত্তরণ --- সুমন পাল

১২। মানবতার অপর নাম উত্তরণ --- সৌরভ লায়েক

১৩। কবিতাঃ পথশিশু --- তপন সৎপথী

১৪। কবিতাঃ উত্তরণ কথা --- সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

১৫। কার্যাবলী

১৬। সাফল্য

১৬। আগামী পরিকল্পনা

১৭। উপদেষ্টা মন্ডলী

১৮। কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯। বিশেষ অনুদান

প্রিয় জনের নামে মেধাবৃত্তি

2013 সাল থেকে প্রতি বছর দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রয়োজনীয় বই তুলে দেওয়ার সাথে সাথে "উত্তরণ মেধাবৃত্তি" প্রদানের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে "উত্তরণ"। এবছর থেকে উত্তরণ আপনার কাছে বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে, আপনিও পারেন আপনার প্রিয়জনের নামে মেধাবৃত্তি চালু করে তার প্রতি সম্মান জানাতে ও বন্ধু হয়ে আর একজনের পাশে দাঁড়িয়ে তার স্বপ্ন পূরণের সাথী হতে। আপনার প্রিয়জনের নামের মেধাবৃত্তি উত্তরণের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দাতা ও প্রাপকের নামসহ "উত্তরণ মেধাবৃত্তির" পাশেই স্থান করে নেবে।

উত্তরণ

দুর্ভাগ্যের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে বুকের মধ্যে স্বপ্নকে লালন করে বেঁচে থাকা মানুষগুলো হয় প্রচন্ড রকমের আত্মবিশ্বাসী। এরা জীবনে হারতে জানেনা। হাতের রেখায় যুদ্ধ জয়ের আশা না থাকলেও নেপোলিয়নের মতোই এরা স্বপ্ন দেখে যুদ্ধজয়ের। এরাই আবার পৃথিবীর বুকে সময়ের মাটিতে পদচিহ্ন এঁকে যায় নিজেদের কর্মের মাধ্যমে। এরকমই কিছু হার না মানা আত্মবিশ্বাসী মানুষের স্বপ্নের ফসল হল ‘‘উত্তরণ’’।

হৃদয় ঐশ্বর্যে ধনী ও যৌবনের প্রাণরসে ভরপুর একদল যুবক যুবতীর স্বপ্ন ‘উত্তরণ’ ২০১২ সাল থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত মানুষদের জন্য নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে বাঁকুড়ার বুকে, বর্তমানে যার ব্যপ্তি আশেপাশের জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। অভুক্তের অন্ন সংস্থান, দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ ও শিক্ষার প্রসারে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষগুলোর জীবনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে তাদের স্বনির্ভর হতে শেখানো ও এক আত্মবিশ্বাসী মানুষ রূপে গড়ে তুলে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় কাজ করে চলেছে ‘উত্তরণ’।

দারিদ্র্য ,ক্ষুধা , যন্ত্রণার আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া নয়, সেই আগুনকে বুকে ধারণ করে "নক্ষত্র" হয়ে জ্বলে ওঠার মন্ত্র শেখায় ‘উত্তরণ’। তাই বর্তমান বিভীষিকাময় সামাজিক প্রেক্ষাপটে ‘উত্তরণ’-এর পরিচয় শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমাজসেবী সংগঠন হিসেবেই নয়, ‘‘উত্তরণ’’ আজ সত্যিই "স্বপ্নের ফেরিওয়ালা" হয়ে উঠতে পেরেছে। মানবিকতার আর এক নাম তাই ‘উত্তরণ’।

সম্পাদকের কলমে

-- রীতেশ মল্লিক

নতুন ভারত গড়তে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন "এমন কতকগুলো ছেলে, যারা সবকিছু ছেড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে" ...যারা "ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ" করবে।

লালমাটির বাঁকুড়ার কিছু দামাল সন্তান হলো সেরকমই কিছু "ছেলে"; যারা শুধু নিজের কথা নয়, তাদের আশেপাশের মানুষগুলোর ভালো থাকার ও তাদের ভালো রাখার কথা দিনরাত চিন্তা করে। যাঁদের লক্ষ্য এক সুস্থ সুন্দর নতুন সমাজ গড়ে তোলা; যাঁদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল একদিন "উত্তরণ"এর পথচলা।

গুটি গুটি পায়ে চলতে চলতে 'উত্তরণ' পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পা রেখেছে। এই ছয় বছরে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও তার বাস্তব রূপদানের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে 'উত্তরণ'। গত বার্ষিক সম্মেলনে ৭০জন ছাত্রছাত্রীর হাতে বই ও ৭জন ছাত্রছাত্রীর হাতে "উত্তরণ স্কলারশিপ" তুলে দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে তারা তাদের পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। কলেজের পরীক্ষায় "উত্তরণ স্কলারশিপ" প্রাপক অনন্যা মন্ডল এবং আমাদের অনাথবন্ধু সোনু বাঙ্কার ভীষণ ভাল ফলাফল আমাদের কাছে ভীষণ আনন্দের ও গর্বের বিষয়। ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা ওদের সাফল্য কামনা করি।

সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো গত সম্মেলনেই "উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক" গড়ে তোলার মতো উল্লেখযোগ্য প্রকল্পটির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং সেটির বাস্তব রূপদানে আমরা সক্ষম হয়েছি; আর তা সম্ভব হয়েছে শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ করে নিজ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু ছাত্রছাত্রীর নিঃস্বার্থ বই দানের মাধ্যমে। বর্তমানে এই বুক ব্যাঙ্কের সাহায্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ১৭জন ছাত্রছাত্রী সুষ্ঠুভাবে তাদের পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। আশাকরি সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় বুক ব্যাঙ্কটি অনেক বড় হবে এবং অনেক ছাত্রছাত্রী এর দ্বারা উপকৃত হবে। শুধু একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী নয় ভবিষ্যতে স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীরাও যাতে বুক ব্যাঙ্ক থেকে পড়াশুনা করতে পারে,তার পরিকল্পনা রয়েছে।

আরও একটি আনন্দের বিষয় হলো এই আর্থিক বর্ষেই আমরা উত্তরণের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট গড়ে তুলতে পেরেছি। তাছাড়া "Save Food Save Life", "Cloth Bank", "শারদীয়া"র মতো বিভিন্ন প্রকল্পগুলি চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি-যা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয়।

মাত্র ৫-৭জন তরুণ-তরুণীর হাত ধরে যে উত্তরণের পথচলা শুরু, আজ তার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০০ র কাছাকাছি; যা সংস্থার কাছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। আশাকরি আগামী দিনে সকলের সহযোগিতায় আমরা আমাদের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবো। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করতে পারবো।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, যারা আমাদের সংগঠনের ষষ্ঠতম সম্মেলনকে সার্বিক সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে বিজ্ঞাপন ও অনুদান দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও উষ্ণ ভালবাসা। ধন্যবাদ।

"উত্তরণ মানে চেতনা
উত্তরণ আমাদের আদর্শ;
সমস্ত তরুণ প্রজন্মের রক্ত গরম করে দেওয়া নাম উত্তরণ।
উত্তরণ মানে বিপ্লব
উত্তরণ মানে মানবতা
উত্তরণ আমাদের অনুভূতি
উত্তরণ আমাদের ভালবাসা।"

সভাপতির কলমে

--বীথিকা কর্মকার

'উত্তরণ' ২০১২ -এ মাটির তলার সুপ্ত বীজ ষষ্ঠ বর্ষপূর্তিতে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করে রীতিমতো বৃক্ষে পরিণত। উত্তরণের একজন সদস্য হিসেবে উত্তরণের অগ্রগতিতে আমি অভিভূত।

গুটিকয়েক সদস্যের পরিকল্পনায় 'উত্তরণ' যখন সবে পথচলা শুরু করে, আমরা সর্বসাকুল্যে ৪-৫টি দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়াতে পেরেছিলাম। আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্য করা সম্ভব হয়নি। অর্থের অভাবে, বইয়ের অভাবে পড়াশুনা থেমে যেতে দেখেছি অনেক চেনাজানা মানুষের। কিন্তু উত্তরণের সদস্যদের অদম্য অদম্য উৎসাহ ও শুভেচ্ছায় 'উত্তরণ' আজ বহু ছাত্র-ছাত্রীকে ছায়া দিতে সমর্থ। 'উত্তরণ' আজ 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'।

২০১৭-১৮ এ ৭৭ জন মাধ্যমিক, একাদশ উত্তীর্ণ ও কলেজ পড়ুয়া কে বই ও বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক বছরের মতোই শারদীয়া ও শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছে। উত্তরণের কর্মকান্ড বাঁকুড়া জেলার সীমা ছাড়িয়ে পুরুলিয়া জেলায় পৌঁছেছে।

আমরা সদস্য হিসাবে পেয়েছি এমন কিছু সহৃদয় মানুষকে যারা নিজেদের বিশেষ দিনগুলি উদযাপন করেছেন রোজ অভুক্ত থাকা কিছু কচিকাঁচার সাথে। এই কচি কাঁচাদের মুখের হাসি, পুজোয় নতুন জামা পরতে পাওয়া মানুষটার আশীর্বাদ- উত্তরণের সদস্যদের 'উত্তরণ' থেকে এটাই পাওনা, অনুপ্রেরণা।

মহীরুহ হয়ে উঠুক 'উত্তরণ'-এই আশা রাখি।

সহ-সভাপতির কলমে

--সুমন রানা

বার্ষিক সম্মেলনের প্রাক্কালে সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত কর্মী ও সদস্যকে যাদের অদম্য প্রচেষ্টায় উত্তরণ অতিক্রম করল গৌরবময় ছয়টি বছর। দ্বিতীয় বারের জন্য এই পত্রিকাতে সদস্যদের সামনে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরার সুযোগ দেওয়ার জন্য সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিগত আর্থিক বর্ষে (২০১৭-১৮) "উত্তরণ"-এর প্রতিটি প্রকল্পের কাজ এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে, সূচনা হয়েছে নতুন প্রকল্পেরও। বুক ব্যাঙ্ক প্রকল্প তার মধ্যে অন্যতম। কোলকাতা, বাঁকুড়া শহর ও জেলার অন্যান্য অংশ থেকে সদস্যদের দ্বারা সংগৃহিত ৪০০ টিরও বেশি বই নিয়ে নভেম্বর মাসে পথ চলা শুরু করে এই প্রকল্প। বই গুলি একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ) এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরিক্ষার্থীরা নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করছে। সমস্ত বই কিনে এই ধরনের একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা উত্তরণ এর পক্ষে সম্ভবপর হতো না, কিন্তু আজ তা তৈরী হয়েছে কোনো টাকা খরচ না করেই। এর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য সেই সমস্ত মহান মানুষদের যারা নিজের দামী দামী বই গুলো তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। Share Your Special Days প্রকল্পে বাঁকুড়াবাসীর স্বতস্ফূর্ত যোগদান আমাদের অভিভূত করেছে। রেল স্টেশনের ভিখারি ও বোতল ভাঙ্গা কুড়িয়ে বেড়ান ছেলে গুলো কিংবা বিকনা বৃদ্ধাশ্রমের দাদু-দিদাদের সাথে এই সুন্দর দিন গুলির আনন্দ ভাগ করেছেন আপানারা, আমারা খুশি এই মুহূর্ত গুলির সাক্ষী হতে পেরে।

২০১২ সালে "উত্তরণ" জন্ম নেওয়ার পর থেকে সময়ের সাথে সাথে কাজের প্রকার ও পরিধি বেড়েছে ব্যপক ভাবে। বুক ব্যাঙ্ক চালু করা, একই অর্থ বর্ষে সাতটি মাসিক বৃত্তি প্রদান, সত্তর জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বই তুলে দেওয়া বা পার্থ, সোনুর মতো জীবন যোদ্ধার লড়াইয়ে সামিল হওয়া প্রমাণ করে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে অবিচল আমরা। আগামী দিনে বৃত্তির সংখ্যা ও বৃত্তির অর্থের পরিণাম বৃদ্ধি করা, অন্যান্য শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাঙ্কের সুবিধা দেওয়ার মতো কাজ দ্রুত রূপায়িত করতে আমারা বদ্ধপরিকর। আমাদের অনেক সদস্য বন্ধু দেশ ও বিদেশে গবেষনার কাজে যুক্ত আছেন। তাদের সাহায্যে আগামী দিনে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দেশ বিদেশের বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ সন্ধান দেওয়া এবং সার্বিক ভাবে সাহায্য করার প্রকল্প শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

সেভ ফুড সেভ লাইফ প্রকল্পে রাতবিরেতে খাবার সংগ্রহ করা হোক বা বুক ব্যাঙ্ক প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বই সংগ্রহের মতো সমস্ত প্রকল্পের কাজেই আমাদের সদস্যরা আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্তীতার যে নমুনা প্রদর্শন করেছেন তা শিক্ষণীয়। সংস্থার কোন বেতনভুক কর্মচারী নেই, এই অবস্থায় নিজেদের পড়াশুনা ও ব্যক্তিগত কাজ সামলে সময়ের সাথে সাথে সংস্থাকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে তার জন্য সদস্য ও কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। এমন অনেক সদস্য আছেন যাদের সাথে বাঁকুড়ার কোনরকম যোগ নেই, এমনকি বাঁকুড়ার মাটিতে কখনও পদার্পণ করেননি কিন্তু দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়মিত ভাবে আর্থিক সাহায্য করে চলেছেন। "উত্তরন"-এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির অন্যতম কাণ্ডারী এই সমস্ত মহানুভবদের আমি কর জোড়ে নমন করি।

আগামী দিনে আমাদের প্রচেষ্টা হোক বর্তমান সমস্ত প্রকল্পের ব্যাপক বিস্তার, আমাদের লক্ষ্য হোক ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। তাই সমস্ত সদস্যের কাছে আমার অনুরোধ এক জোট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করুন, নিজের জায়গাতে থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংস্থাকে নিজের সেরাটা দিন। সংস্থা বড় হলে আপনি যেমন গর্বিত হবেন, তেমনেই ব্যক্তিগত বা পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বৃহৎ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লরাই করার শক্তি জোগাবে। এই মন্ত্রটি সবসমই মনে রাখুন "আমি পারবো না, কিন্তু আমারা অবশ্যই পারবো"। বাঁকুড়া শহরে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সমাজসেবার কাজে নিজেকে যুক্ত করার স্বপ্ন দেখেন তাদের উদ্দ্যেশে বলবো "উত্তরণ" আপানাদের কাছে সেরা সুযোগ। শুধু প্রকল্প স্থলে গিয়ে কাজ করা নয়, প্রকল্প রুপায়ান বা সংস্থার অন্যান্য কাজ সরাসরি শিখতে পারবেন। অর্থাৎ সমাজসেবা করার ইচ্ছা চরিতার্থ করার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা তৈরি হবে, যা আগামী দিনে আপানদের কাজে আসবে বলে আমি মনে করি।

আমি এই লেখাতে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার নাম তুলে ধরিনি। সংস্থার সুখ দুঃখের সাথী সমস্ত কর্মী, সদস্য, পরিচালন সমিতি ও উপদেষ্টা সমিতির সদস্যবৃন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষী সকলকে সংস্থা ও আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সকলে সুস্থ থাকুন, খুশিতে থাকুন, আশেপাশের সকলকে ভাল থাকতে সাহায্য করুন।

পত্রিকা সম্পাদিকার কলমে

--শ্রাবণী খাটুয়া

"I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service as joy." ------ Rabindranath Tagore

একজন সচেতন নাগরিকের সজাগ দৃষ্টিতে সমাজের লাল কার্পেটের নীচে ঘুন ধরা নগ্ন দৃশ্য খুব সহজেই ধরা পড়ে। যেখানে শুধুই অশিক্ষা, অনাহার ও শিশু শ্রমের কালো ছায়া। আলো থেকে বহুদূরে সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত এক শ্রেণীর মানুষ বাস করে এক অন্ধকার রাজ্যে। ধীরে ধীরে এই অন্ধকার গ্রাস করছে মানুষের শুভবোধ,শুভ চেতনা। একমাত্র বিপ্লবের আগুনই পারে এই অন্ধকারের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে।

চিরকালই এই বিপ্লব এসেছে ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার কিছু মানুষের হাত ধরে। ইতিহাসের সেই ধারা বজায় রেখেই সমাজের বুকে আলো জ্বালাতে ভয়ডর হীন কিছু ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার যুবক-যুবতীর হাত ধরে আবারও জন্ম নিল বিপ্লব, জ্বলে উঠলো আগুন। অবশ্যই এই বিপ্লবের আগুনের নাম "উত্তরণ"। মনের মধ্যে জমে থাকা অন্ধকার দূর করে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির জাগরণ এবং কালোর মধ্যে আলোর উন্মেষ ঘটানোই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক উন্নত মানবসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবনযুদ্ধে কেবল মানুষের পাশে থাকা বা পথ প্রদর্শক হয়ে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়াই নয়, 'উত্তরণ' মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখায়।

আবেগ, ভালোবাসা ও স্বপ্ন দিয়ে গড়া "উত্তরণ" হল মানবতার প্রতীক। "উত্তরণ"-এর মানবিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী বাঁকুড়া ও তার আশেপাশের জেলার হাজারো সহায় সম্বলহীন সাধারণ মানুষ ,যাঁদের কাছে বেঁচে থাকার আর এক নাম "উত্তরণ"।

পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পা দেওয়া "উত্তরণ"-এর লড়াই, পথচলা ও মানুষের বন্ধু হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে "স্বপ্নের ফেরিওয়ালা"। তাই কোন ক্ষুদ্র পত্রিকা নয়, "স্বপ্নের ফেরিওয়ালা" হল সেই আলোক দ্যুতি যা উত্তরণের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তার আলোক পথের যাত্রার বর্ণনা করে। উত্তরণের সদস্য বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁদের আবেগমথিত লেখায় উত্তরণের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এই পত্রিকায়।

যাঁদের আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ভর করে পাঁচটি বছর অতিক্রম করে "উত্তরণ" ছয় বছরে পা দিল; উত্তরণের পথ চলার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী আমার সহকর্মী, ভাই, বোন ও বন্ধুদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও এক আকাশ ভালোবাসা। "স্বপ্নের ফেরিওয়াল"র দ্বিতীয় সংস্করণে যাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অন্ধকারের বুকে আলো জ্বালানোর যে স্বপ্ন নিয়ে নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে 'উত্তরণে'র জন্ম ও বেড়ে ওঠা ,আশা রাখি আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় 'উত্তরণে'র হাত ধরেই একদিন সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সমাজের বুকে আলো জ্বলে উঠবে। হতাশার দীর্ঘশ্বাস নয় ..আসুন, আমরা সকলে মিলে এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি।

।। সাথে থেকো ... সাথে রেখো।।

" 'আলো' আমার প্রথম ভাললাগা হলেও 'আগুন'ই আমার একমাত্র ভালোবাসা। একমাত্র আগুনই পারে অন্ধকারের বুকে আলোর জন্ম দিতে। যে আগুনের আর এক নাম 'উত্তরণ'।"

উত্তরণ

--রুদ্র সুন্দরে পতি

আছে কষ্ট, আছে দৈন্য, আছে জীবন-মরণ
জয় করবো সব বাধা, ভালোবাসব আজীবন।
সব দুঃখের ভাগ নেব, পারলে করবো নিবারণ
সাথে থাকবো,সাথে রাখবো, আমরা 'উত্তরণ'।
হিংসার আকাশে ওড়াবো আমরা শান্তি কপোতদ্বয়
ভেদাভেদ সব ভোলাব আমরা, সাধব সমন্বয়।
ক্ষুধিতের কাছে অন্ন হবো, তৃষ্ণার্তের জল।
নিঃসঙ্গতায় সঙ্গী হবো, দুর্বলতায় বল।
অন্ধ জনের চোখ হবো মোরা, পঙ্গুর আলম্বন
অজ্ঞানের জ্ঞান হবো আর ঘটাবো উত্তরণ।
স্বার্থ গরলে মগ্ন সমাজ, ভুলে গেছে মান হুঁশ
ভালোবাসায় মেলাব সবায়, আনব যে প্রত্যুষ।
অন্যের কাজে খুঁজে নেব কাজ, অন্যের সুখে সুখ।
ঘৃণার দিকেও রাখবো ফিরিয়ে ভালোবাসার মুখ।
শিবকে খুঁজি জীবেই আমরা, সেখানেই তাকে পাই
'সকলের তরে সকলে আমরা' শুধু এই গান গাই।
ক্ষুদ্র অতি অবয়বে মোরা, তবু উদ্যমে ভরা মন।
সাথে থাকবো, সাথে রাখবো, আমরা 'উত্তরণ'।

বই বন্ধু

--বিপাশা মল্লিক

(সকাল ১০টা রবিবার, একাদশ শ্রেনীর টিউশন ছুটির পর)

১ম ছাত্র: কিরে, খুব পড়াশুনা করছিস,বাইরে আর দেখতেই পাইনা!

২য় ছাত্র : না না তেমন কিছুই না। এই তো পরীক্ষা দিলাম।

৩ য় ছাত্র: এই মনে আছে , আজ কী বার! শোন, ৪টায় নেতাজী স্ট্যাচুর কাছে দাঁড়াবি, একসাথে যাবো।

১ ম ছাত্র: কিরে, কোথায় যাবি তোরা?

২য় ছাত্র : আরে, "উত্তরণ লাইব্রেরি" যাবো। তুই যাবি?

১ ম ছাত্র: না ভাই , এখন গল্পের বই পড়ার মন নেই। Science-এর Math বাদে অন্য কোন বই জোগাড় হয়নি, এইজন্য টিউশনিও রেগুলার আসতে পারছি না। বিকেলে এক দাদার কাছে যাবো যদি তার বইগুলো দেয়।

৩ য় ছাত্র : ও হো, এই ব্যাপার! বই জোগাড় হয়নি আগে বলতে পারতিসতো!

১ ম ছাত্র: কেন? তোকে বললে কি তুই কিনে দিতিস? এমন বলছিস!!

২ য় ছাত্র: শোন্,আজ তুই আমাদের সঙ্গে চলে চল্,সারপ্রাইজ দেবো।

১ ম ছাত্র: সারপ্রাইজ!! এখন তো আমার জন্মদিন নয় ...!

২ য় ও ৩য় ছাত্র(একসাথে): চল্ না , ভৈরব স্থান পেরিয়ে নেতাজী স্ট্যাচুর কাছে দাঁড়াবি ৪টার সময়, দেরি করিস না।

(বিকেল ৪টা, নেতাজী স্ট্যাচুর সামনে)

২ য় ছাত্র: কিরে, আগেই চলে এসেছিস যে ...!

১ ম ছাত্র: হ্যাঁ, চলে এলাম। তাড়াতাড়ি চল্ .. আমাকে আরো বই জোগাড় করতে যেতে হবে।

৩ য় ছাত্র: চল্ ... আমিও এসে গেছি।

(বিকেল ৪টা ১০মিনিট, কানকাটা, উত্তরণ অফিস)

২ য় ছাত্র: দাদা , আসবো ?

সম্পাদক মহাশয়: হ্যাঁ,ভাই ..আয়।

লাইব্রেরিয়ান দিদি: এত দেরি করলি কেন রে ?

২ য় ছাত্র : একটু দেরি হয়ে গেল দিদি; আজ একজন নতুন এসেছে ।

লাইব্রেরিয়ান দিদি: বাহ! খুব ভালো ... কোন্ ক্লাস ভাই -ইলেভেন না টুয়েলভ?

১ ম ছাত্র: ইলেভেন, দিদি ..

সম্পাদক মহাশয়: ভাই, এদিকে আয় তো ! (১ম জনকে উদ্দেশ্য করে) কোথায় বাড়ি? তোর বাবা কি করে ?

১ ম ছাত্র: বাড়ি বাঁকুড়াতেই। বাবা নেই, আগের বছর মারা গেছে।

সম্পাদক মহাশয়: ও ..তাহলে সংসার চলে কিভাবে ? কোথায় খবর পেলি ?

১ ম ছাত্র: মায়ের সেলাইয়ের দোকান আছে। এই তো ওরা বললো উত্তরণ লাইব্রেরীর কথা।

সম্পাদক মহাশয়: ও আচ্ছা ... এখানে দেখছিস তো কত বই আছে, সব Science এর, তোদের জন্যই। উত্তরণ এর আগে বাঁকুড়ার বুকে অনেক কাজ করেছে ¦ দুঃস্থদের খাবার, পোশাক দিয়ে; এবার মেধাবী ছাত্রছাত্রী, যারা অর্থ ও বইয়ের অভাবে ঠিকমতো পড়াশুনা করতে পারেনা, তাদের সুবিধার জন্য এই 'উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক'।

লাইব্রেরিয়ান দিদি: দেখ্ ,Science-এর বিভিন্ন রকম বই আছে, Dinesh, Pathfinder, Aakash ... সব। এছাড়াও Medical ও Engineering -এর জন্য স্পেশাল কিছু Series Book আছে ভালো পাবলিশার্সের।

১ ম ছাত্র :এগুলো Issue করা যাবে?

লাইব্রেরিয়ান দিদি: হ্যাঁ অবশ্যই। ২টো করে issue করতে পারবি, ১৫ দিন পর Re -issue / change করতে পারিস।

১ ম ছাত্র: আচ্ছা , খুব ভালো।

লাইব্রেরিয়ান দিদি: লাইব্রেরীর মেম্বার হতে হবে। এই নে, ফর্ম-টা ফিলাপ কর, Documents কি আজ এনেছিস? ২কপি ফটো , মাধ্যমিকের Admit, আধার কার্ডের জেরক্স।

১ ম ছাত্রঃ না দিদি , আনিনি।

লাইব্রেরিয়ান দিদি : ঠিক আছে পরের দিন দিয়ে যাস।। এখন ১০ টাকা এন্ট্রি ফি লাগবে ,তোর নাম এন্ট্রি করে দিচ্ছি। আজ ২টো বই ইস্যু করে দেবো।

১ ম ছাত্র: আচ্ছা ঠিক আছে ,।

লাইব্রেরিয়ান দিদি : (২য় ও ৩য় জনকে) তোদের বই নেওয়া হয়েছে? নে এখানে সাইন কর।

(বই নিয়ে সবাই লাইব্রেরির বাইরে)

২ য় ও ৩ য় ছাত্র :(একসাথে) কেমন রে ... আসবি না বলছিলি ...!!

১ ম ছাত্র: থ্যাংকস রে , দারুণ সারপ্রাইজ দিলি। বই জোগাড় নিয়ে আর কোন টেনশনই রইলো না।

(আপনিও পারেন উত্তরণের এই উদ্যোগে সামিল হতে। আপানর বাড়িতে পড়ে থাকা অব্যবহৃত ভালো বই গুলি আমাদের হাতে তুলে দিন। কিছু দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন পূরণের সাথী হয়ে উঠুন।)

সাথে আছি, এগিয়ে চলো

---সুদীপ্ত গরাই

মানুষের পাশে, মানুষের সাথে
মিলে একাকার,
সবাই মিলে গড়েছি আজ
উত্তরণের সংসার।

আমাদের নেই বেশি টাকা কড়ি
আছে সুন্দর মন,
সেই জোরেতেই গড়ে দেব
নতুন একটি জীবন।

ওরা থাকবে নাকো না খেয়ে
আর লেখাপড়া না করে,
সমাজের বুকে উঠবে ওরাও
উত্তরণের হাত ধরে।

শীতে যারা ঠান্ডায় কাঁপে
নেই যাদের সম্বল,
উত্তরণ আজ তাদের হাতে
তুলে দিয়েছে কম্বল।

ভবিষ্যতেও থাকবো আমরা
মানুষের পাশে,
যে যাই বলুক তাতে
আমাদের কি যায় আসে।

এগিয়ে যাব এই ভাবে
দিনের পর দিনে,
উত্তরণ রয়ে যাবে
তোমার আমরা মনে।

ত্রাতা রূপে উত্তরণ

--তাপস চক্রবর্তী

অবহেলিত অসহায়ের
নিরন্তর মুক্তি জীবন পণ
সংকল্পিত মানবসেবায়
নামে 'উত্তরণ'।

বইয়ের অভাবে শিক্ষার দীপ
নেভেনা যেন আর
বুক ব্যাঙ্ক আছে সদা প্রস্তুত
করে মুক্ত দুয়ার।

শীতের কামড়ে জুবুথুবু যখন
অসহায় বস্তিবাসী
উত্তরণ আসে ত্রাতা রূপে
নিয়ে কম্বল বস্ত্র রাশি।

নিন্দার ঝড় উপেক্ষা করে
নিজ লক্ষ্যে শুধুই স্থির
শত সমালোচনা দূর হবে জানি
একদিন পাবে তীর।

আমার সত্ত্বা বিকাশে উত্তরণ

-মোহিনী দাস

জীবনের বহু অন্য চাওয়া-পাওয়া,ইচ্ছে বাসনার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে ছিল একটা ছোট্ট সমাজসেবার বাসনাও। যেটা 'উত্তরণে'র হাত ধরে আজ বাস্তবায়নের পথে। এখানের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে আমি একজন, নবীনাও বলা চলে আমায়। কারণ 'উত্তরণে'র ছায়ায় আমি আমার এক নতুন সত্ত্বার জন্ম হতে দেখেছি, যার বয়স আজ গুটিগুটি পায়ে প্রায় এক বছর। এই একটা বছরে জীবনের বেশ কিছু মূল্যবান শিক্ষাও পেয়েছি, যেটা 'উত্তরণে'র সংস্পর্শ ছাড়া হয়তো সম্ভব হতো না। বড়ো দাদা-দিদিদের পথনির্দেশিকা পেয়েছি, প্রয়োজনে তারা আগলেওছে নিজের বোনের মতো। ছাত্রজীবনে বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে দায়িত্বভার নেওয়ার অভ্যাস ছিলনা সেভাবে, 'উত্তরণে'র প্রভাবে আজ নিজেকে দায়িত্ববান বলে বিশ্বাস করতে শিখেছি,আশেপাশের মানুষগুলোকে ভরসা দিতে পেরেছি প্রয়োজনে পাশে থাকার। উত্তরণের বিভিন্ন অভিযানের সঙ্গী থেকে বুঝেছি দারিদ্র্যতা কাকে বলে,জেনেছি অসহায়তার অসীমতা... দেখেছি সহনশীলতার সুউচ্চ শিখর; পেয়েছি মানুষের আরও কাছে থাকার মন্ত্রণা,মানুষের মতো মানুষ হওয়ার প্রেরণা। আরও দেখেছি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখোশহীন চেহারা। কিছু মানুষ দেখেছি "উত্তরণ"কে ভালোবাসা, সমব্যথা, কর্তব্য, মনুষ্যত্বের পরিপূরক হিসেবে আদর্শমন্ডিত করে নিজেকে তাতে নিমজ্জিত করতে। এখানে দাদা-দিদিরা নিজেদের পড়াশুনা,কর্মস্থল,পারিবারিক দায়িত্বের পাশাপাশি 'উত্তরণ'কে জীবনের আঙ্গিক করে নিয়েছে, তাদের কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই উত্তরণের ভাবনা। সঙ্গদোষে আমিও ব্যাতিক্রমী হতে পারিনি। জানিনা কতটা প্রশমিত করতে পেরেছি নিজেকে,বা ভবিষ্যতে কতটা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে পারব,তবে এটুকু আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি যে আমি 'উত্তরণ'কে ছাড়লেও, 'উত্তরণ' আমায় ছাড়বে না...কারণ উত্তরণ আজ আর শুধু কোনো নাম নয় আমার কাছে, উত্তরণ আমার সত্ত্বা বিকাশের সহায়ক।

উত্তরণ শিখিয়েছে খাদ্যের প্রতিটা দানার মূল্য। "Save Food Save Life" প্রকল্পের অংশীদার হয়ে দরিদ্র পথশিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে দেখেছি 'উত্তরণ'কে; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আরও...যেন উত্তরণকে আমরা একদিন এত বড় করে তুলতে পারি যাতে পারিপার্শ্বিক সমাজে কাউকে কখনো অভুক্ত না থাকতে হয়।

এগিয়ে আসুন, হাতে হাত দিয়ে আমরা 'উত্তরণে'র উত্তরণে সামিল হই; তার বিস্তৃতি,ক্ষমতা,পরিধিকে বৃহত্তর করে তুলি। বিবেকানন্দের এই ভারতবর্ষ কে প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ করে তুলি।

আমাদের উত্তরণ

---সুমন পাল

লেখালেখি করার অভ্যাসটা কোনদিনই ছিলনা, তবে লেখার বিষয় যখন 'উত্তরণ' তখন কিছু লেখা যেতেই পারে। উত্তরণের সদস্য হয়েছিলাম একটা আবেগ নিয়ে, সবাইই তা হয়-তবে এই আবেগ গুলোই কবে যে ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে সেটা হয়তো কেউই জানিনা। আসলে 'উত্তরণ' আমাদের কাছে একটা পরিবার। এই পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসার একটা অদৃশ্য বন্ধনে জড়িয়ে রেখে 'উত্তরণ' এই সমাজের অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ায়।

সবাই যখন সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত থাকি, তখন কিছু আবেগপ্রবণ মানুষ নিজের কথা ভুলে 'উত্তরণ' কে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত থাকে, লক্ষ্য একটাই-মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আর তাই সারাদিন টিউশন পড়িয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরে আসা ক্লান্ত মানুষটিও শরীরের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে কোন সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে বেঁচে যাওয়া খাবার সংগ্রহ করতে ছুটে যান এবং সেই খাবার তুলে দেন কিছু অভুক্ত মানুষের মুখে। হয়তো এই ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের নামই 'উত্তরণ'।

সকলের আবেগ, ভালোবাসা ও সহযোগিতায় 'উত্তরণ' একদিন অনেক বড় হবে, আরও অনেক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে-এই আশা রাখি।

।।সাথে থেকো সাথে রেখো।।

****

মানবতার অপর নাম উত্তরণ

---সৌরভ লায়েক

পৃথিবী যেখানে হিংসায় পরিপূর্ণ, ছেলে দেখেনা বৃদ্ধ বাবা-মা কে, অর্থের অভাবে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয় শিক্ষা, গ্লানির আত্মবিসর্জনে ভরে ওঠে অনাথ আশ্রম; সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার হাতের সম্বল লাঠির মতো, অভাবী ছেলেমেয়েদের সুবন্ধু কিংবা একান্ত আপনের মতো আবার অন্নহীন মানুষের অন্ন সংস্থান ও বস্ত্রের প্রয়োজনে অন্নপূর্ণা হয়ে উঠেছে "উত্তরণ"।

'উত্তরণ' আভিধানিক অর্থে নিম্ন থেকে উত্তোরত্তর উর্দ্ধে গমন কিংবা সফল হওয়া। মাত্র ছয় বৎসরে 'উত্তরণ' একটু একটু করে উর্দ্ধে গমন করেছে সেই সাফল্যের পথে।

মনের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো মানবসেবা বয়ে চলেছিল কিছু শুভচিত্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে, সেই ফল্গুধারার "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" ঘটে গেছে ' উত্তরণের ' সৃষ্টিতে । যা আজ প্রবহমান মন্দাকিনীর রূপে বিরাজমান।

মানবসেবায় ব্রতী উত্তরণের মূল মন্ত্র-মানুষের সেবায় ঈশ্বরের সেবা। বাঁকুড়ার উপকণ্ঠে তথা বর্তমানে পুরুলিয়াতে কোন সেবামূলক কাজে 'উত্তরণ' নামটি প্রায় সকলের মুখেই শুনতে পাই। তাই উত্তরণের কথায় বলবো "সাথে থেকো....সাথে রেখো"। চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি উত্তরণ - তুমি মানবতার অপর নাম ।।।

পথ শিশু

--তপন সাঁপথী

মা আমার কাঁদলো জন্মের সেই ভোরে-
জন্মেই আমি এলাম পথের ধারে,
রাস্তার ঝোঁপে লজ্জা ঢাকল মা-
পথ শিশু হয়ে বাড়ছি পথেই ঘুরে!
বাবার নাম কি! শুধাও যখন তুমি ,
হাত বাড়িয়ে ছোঁবার ইচ্ছা করে!
কোন একদিন তোমারই লালসায়
মা আমার মরেছে আঁধার কামনা-ঘরে।
পৃথিবীর ভাগ চাইছিনা আমি আজ
শুধু থাকি যেন তোমাদের সাথে মিশে,
ভাগ করোনা এখান-ওখান গিয়ে
বড় হতে দাও তোমার শিশুর পাশে।
লজ্জা ঢাকার বস্ত্র একটু দিও,
ফেলে দাও কেন দূরে রাস্তার ধারে?
কুড়িয়ে নাইবা পরলাম আমি তাকে
দাওনা ডেকে একটু আদর করে।
ভাগ চাইছিনা তোমার শিশুর ভাত
অনেক খাবার দিচ্ছোতো দিন ফেলে,
দাওনা একটু আমার শুন্য হাতে
মিষ্টি করে একটুকু কথা বলে!
বাবা ডাকবোনা সমাজের কাছে এসে
দাবি নেই কোনো তোমার কাছে আজ,
তোমার বাগানে ফুলের বেড়ার ধারে
খেলতে দাও সকাল দুপুর সাঁঝ
ভাইফোঁটা দিনে যাই না একটি বার
বোন দাও ফোঁটা একবার ভাই ডেকে,
পথ থাক চেয়ে পথের শিশু ভেবে
বড় হই শুধু তোমাদের পাশে থেকে!
দূর থেকে তুমি দাও না আশীর্বাদ
মানুষ হই যেন শিক্ষার হাত ধরে,
ঝোপে ঝাড়ে যেন না হয় জন্ম আর
পথ শিশু যেন পথেতে আর না ঘোরে!

উত্তরণ কথা

--সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

এগিয়ে যাওয়াই জীবন জানি পিছন ফেরা বাজে,
তাই তো আজ ‘উত্তরণ’ প্রথম সকল কাজে।
মেধাবী বা দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের আশার আলো ওরাই,
বস্ত্র কিংবা বইপ্রদানে আজ গাইছে ওরা ভোরাই।
হাজার মানুষ অপেক্ষাতে আছে দুচোখ মেলে,
স্বপ্ন গুলো সার্থক হবে ‘উত্তরণ’ কে পেলে।
লাইব্রেরীকে সাজিয়ে দিতে মানুষ বাড়ায় হাত,
‘সেভ ফুড সেভ লাইফ’ প্রজেক্ট করলো বাজিমাত।
‘উত্তরণে’র স্বপ্ন নয়কো কাজের খতিয়ান,
সবার স্বপ্ন সার্থক করতে ওরা হচ্ছে আগুয়ান।
সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটবে নাকো আর,
আকাশে বাতাসে ছড়াক সুবাস ভরে যাক চারিধার ॥

কার্যাবলী

"A dream doesn't become reality through magic it takes sweat, determination and hard work."

২০১২ থেকে ২০১৮ এই ছয় বছরের পথচলায় অনেক বাধা সম্মুখীন হতে হয়েছে, 'চরৈবেতি' মন্ত্রে বিশ্বাসী 'উত্তরণ' সমস্ত বাধা অতিক্রম করে শুধুই এগিয়ে চলেছে। জন্মলগ্ন থেকেই 'উত্তরণ' মানবসেবায় দীক্ষিত ও নতুন সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাদের বাস্তবায়নের সাথে সাথে 'উত্তরণ'-এর কর্মপরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। ২০১৭-১৮ বর্ষে উত্তরণের গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল।

উত্তরণ মেধাবৃত্তি প্রদান: আর্থিক দূরাবস্থা যাতে মেধার বিকাশে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, সেই উদ্দেশ্যে ২০১৩ সাল থেকে উত্তরণ "উত্তরণ মেধাবৃত্তি" চালু করে। ২০১৭-১৮ বর্ষে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমানের মোট ০৭জন ছাত্রছাত্রীকে উত্তরণ মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

টিউশন ফি প্রদান: অনন্যা মন্ডল, পার্থ দে, প্রশান্ত দাস-এর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি-র ব্যবস্থা করে উত্তরণ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বই বিতরণ : দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে উত্তরণ ২০১৩ সাল থেকে "উত্তরণ মেধাবৃত্তির" পাশাপাশি দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেওয়া শুরু করে। যত সময় পেরিয়েছে 'উত্তরণ' তত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়াতে পেরেছে। গত ২০১৭-১৮ বর্ষে বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জেলার মোট ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে বই ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ: পূজোতে নতুন জামাকাপড় কিনতে অসমর্থ মানুষগুলোর হাতে নতুন পোশাক তুলে দিয়ে পূজোর আনন্দে তাদেরকেও সামিল করার প্রয়াসে ২০১৪ সাল থেকে 'উত্তরণ' শুরু করেছে "শারদীয়া প্রকল্প"। গত বছর 'উত্তরণ' লোকালয় থেকে বহুদূরে শবর অধ্যুষিত এলাকা খাতড়ার বাঁকাকদম ও লোয়াডি গ্রামের প্রায় ৮০জন অধিবাসীর হাতে নতুন পোশাক তুলে দেয়। শুধু তাই নয় একইসাথে দরিদ্র গ্রামবাসীর হাতে চাল, আটা ও বাচ্চাদের হাতে স্কুল ব্যাগ তুলে দিয়েছে 'উত্তরণ'।

শীতবস্ত্র বিতরণ: প্রতিবারের মত এবারেও শীতের মরশুমে শীতবস্ত্র নিয়ে 'উত্তরণ' খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো প্রায় ২৫ জন মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছে।

পথশিশুদের সাথে জন্মদিন পালন : কোন দামী রেস্টুরেন্ট বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাড়িতে জমকালো পরিবেশে জন্মদিন পালন না করে উত্তরণের সদস্য বন্ধুরা ও উত্তরণের ডাকে সাড়া দিয়ে আরো অনেকেই তাঁদের নিজেদের ও প্রিয়জনদের জন্মদিন পথশিশুদের সাথে পালন করে তাদেরও জন্মদিনের আনন্দে সামিল করতে পেরেছেন।

পথশিশুদের সাথে শিশুদিবস পালন: শিশুদিবস কি তা ওরা জানেনা । ওদের কেউ বোতল কুড়োয়, কাগজ কুড়োয়, কেউ বা ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করে। এরকমই ২০ জন শিশুকে নিয়ে বাঁকুড়া রেলস্টেশনের কাছে শিশুদিবস পালনের মধ্য দিয়ে তাদের সামনে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

উত্তরণের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন: ১৩ ই আগস্ট উত্তরণের প্রতিষ্ঠা দিবসটি বাঁকুড়ার পথশিশুদের সাথে পালন করা হয়। শুধু একদিন পেট ভরে খাওয়ানোই নয়,সারাবছর ওইসব শিশুদের পাশে থেকে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চায় উত্তরণ।

জীবনযুদ্ধে বন্ধুর পাশে উত্তরণ: দৃষ্টিহীন অনাথ সোনুর অন্ধকার জীবনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখতে বই , প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সহ টিউশন ফি এবং তার জন্য রাইটারের ব্যাবস্থা করে তার পাশে দাঁড়িয়েছে 'উত্তরণ'।

সেভ ফুড সেভ লাইফ: ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত এই প্রকল্পটির মাধ্যমে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে রাত কাটানো কিছু অভুক্ত অসহায় মানুষ সহ পথশিশুদের অন্তত একবেলা পেট ভরে খাবারের ব্যবস্থা করেছে উত্তরণ।

উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক গঠন: ২০১৭-১৮ বর্ষে উত্তরণের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গুলির মধ্যে অন্যতম হল উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি জয়েন্ট এন্ট্রান্সের উপযোগী বই সংগ্রহ করতে পারবে।

উত্তরণ ক্লথ ব্যাঙ্ক গঠন: পুরানো অথচ ব্যবহারযোগ্য জামাকাপড় সংগ্রহ করে গড়ে তোলা হয়েছে 'উত্তরণ ক্লথ ব্যাঙ্ক', যেখান থেকে দরিদ্র মানুষেরা প্রয়োজনীয় পোশাক সংগ্রহ করতে পারবেন।

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা: All Bengal Talent Search Foundation (ABTSF) দ্বারা পরিচালিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষাটি খাতড়া এলাকায় দায়িত্ব নিয়ে 'উত্তরণ' হাতিরামপুর, রানীবাঁধ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য স্তরের পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিতে পেরেছে।

অন্যান্য বছরের মত এ বছরও উত্তরণের বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্কলারশিপ সহ বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হবে।

সাফল্য

"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them"

উত্তরণের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল মানুষের প্রতি উত্তরণের ভালোবাসা ও উত্তরণের প্রতি অগণিত মানুষের ভালোবাসা এবং অবশ্যই সদস্যদের নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ।

শুধুমাত্র গৃহীত প্রকল্পের বাস্তব রূপদান বা উত্তরণের কর্মপরিধির প্রসার ঘটানোই নয়, উত্তরণের সাফল্য মানে সেই মানুষগুলোর সাফল্য -যাঁদের লড়াইয়ে 'উত্তরণ' প্রতিনিয়ত তাঁদের পাশে থেকেছে, পাশে থাকে। তাই বন্ধুর স্বপ্নপূরণের আনন্দ, মায়ের মুখের হাসি, তাঁদের ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লাভই আমাদের বড় সাফল্য।

বিগত বছরে উত্তরণের সাফল্য গুলি হল:

সুব্রত ভূঁই: বাঁকুড়ার রতনপুরের বড়কুরপা গ্রামের সুব্রত লড়াই জীবনের শুরুতেই তার বাবাকে হারিয়েছে। তাই মাধ্যমিকে ভাল ফল করার পরও ভবিষ্যতে কিভাবে পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যাবে তা নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। 'উত্তরণ মেধা বৃত্তি' প্রদানের মাধ্যমে সুব্রত-র লড়াইয়ে তার পাশে দাঁড়ায় 'উত্তরণ'। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সুব্রতর একাদশ শ্রেণীতে প্রাপ্ত নম্বর ৮২%। আগামী দিনেও 'উত্তরণ' তার পাশে থাকবে।

সুপর্ণা কুম্ভকার: দিনমজুর বাবা কিভাবে পড়াশুনার খরচ জোগাবে তাই নিয়ে বাঁকুড়ার পাটপুরের বাসিন্দা সুপর্ণার চিন্তার অন্ত ছিলনা অথচ চোখে তার পড়াশুনা করে বড় ডাক্তার হবার স্বপ্ন। মাধ্যমিকে ৬৬২ নম্বর প্রাপ্ত সুপর্নার জন্য 'উত্তরণ মেধাবৃত্তির' ব্যবস্থা করে স্বপ্নপূরণের পথে তার পাশে এসে দাঁড়ায় 'উত্তরণ'। বর্তমানে বাঁকুড়া গার্লস হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সুপর্ণা ৪৩৮নম্বর পেয়ে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

চায়না মাহাত: মাধ্যমিকে ৮০.৪২% নম্বর প্রাপ্ত পুরুলিয়া জেলার দাপং এর মেয়ে চায়নাও স্বপ্ন দেখে পড়াশুনা করে শিক্ষিকা হবে, মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। চায়নার বাবা নেই, মা চাষের কাজ করে সংসার খরচ চালান। 'উত্তরণ মেধা বৃত্তি' প্রদানের মধ্য দিয়ে চায়নার স্বপ্নপূরণে তার পাশে দাঁড়িয়েছে 'উত্তরণ'। একাদশ শ্রেণীতে চায়নার প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৪।

তানিয়া সাইনি: 'উত্তরণ মেধাবৃত্তি'র আর এক প্রাপক,বাঁকুড়ার এমোকুন্ডির বাসিন্দা পেশায় কৃষক তপন বাবুর মেয়ে মাধ্যমিকে ৯০% নম্বর প্রাপ্ত তানিয়া। বর্তমানে চুয়াগাড়া সম্মিলনী বিদ্যাপীঠের কলা বিভাগের ছাত্রী তানিয়ার একাদশ শ্রেণীতে প্রাপ্ত নম্বর ৪০৪। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কে জয় করে তানিয়া এগিয়ে চলেছে স্বপ্নপূরণের পথে, আর তানিয়ার এই পথচলায় তার পাশে রয়েছে বন্ধু 'উত্তরণ'। তানিয়ার ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য কামনা করে 'উত্তরণ'।

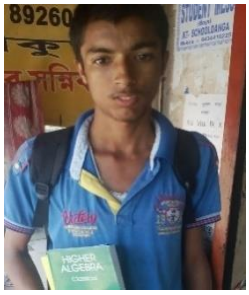

পার্থ দে: দিদির বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত বাবা আত্মঘাতী হলেও খাতড়ার ভগড়ার মেধাবী ছেলে পার্থ জীবনযুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়নি, বরং সে স্বপ্ন দেখে জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর। পার্থ-র মা কাগজের ঠোঙা তৈরী করেন আর পার্থ নিজে একটা টিউশন পড়িয়ে যা আয় করে তা-ই দিয়ে কোনোমতে সংসার চলে। পার্থ তার জীবনযুদ্ধে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছে 'উত্তরণ' কে। স্নাতক ডিগ্রির জন্য পুরো তিন বছরের টিউশন ফি -র ব্যবস্থা করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমস্ত বই পার্থ-র হাতে তুলে দিয়েছে 'উত্তরণ'। আগামীতেও তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে 'উত্তরণ'। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সেমিস্টারের ফল, এতে পার্থ ৫৫% নম্বর পেয়েছে।

সোনু বাঙ্কা: দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারানো অনাথ সোনু তার অন্ধকার জীবনে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছে ‘উত্তরণ’ কে। তিন বছরের টিউশন ফি সহ প্রয়োজনীয় বই ও শিক্ষা উপকরণ দিয়ে উত্তরণ তার পাশে দাঁড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সোনু কে –গ্রুপ ডি 'র পরীক্ষায় বসানো এবং তার জন্য রাইটারেরও ব্যবস্থা করেছে ‘উত্তরণ’। সোনু তার প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় রাষ্ট্র বিজ্ঞান (স্নাতক) এ ৫৪% নম্বর প্রাপ্ত করেছে।

রিয়া নাগ: বর্ধমান রানীগঞ্জের মেয়ে রিয়া নাগ। রিয়ার বাবা শান্তিময় বাবু দিনমজুরের কাজ করে মেয়ের পড়াশুনার খরচ জোগান। মাধ্যমিকে ৮৫.২৮% নম্বর প্রাপ্ত রিয়ার পাশে দাড়িয়েছে উত্তরণ। রিয়া ৬০%নম্বর পেয়ে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পম্পা ঘোষ: বর্তমানে কলা বিভাগের ছাত্রী, মাধ্যমিকে ৮৩.৭১% নম্বর প্রাপ্ত পম্পাও ‘উত্তরণ মেধাবৃত্তি’-র আর এক প্রাপক। পম্পা একাদশ শ্রেণীতে ৭৭%নম্বর পেয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অনন্যা মন্ডল: বাঁকুড়ার ওন্দার রামসাগর গ্রামের মেয়ে অনন্যা বাঁকুড়ার খ্রীষ্টান কলেজের গণিত বিভাগের ছাত্রী। তিন বছরের জন্য মাসিক ৯০০ টাকার একটি ফ্রি কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে ‘উত্তরণ’ অনন্যার পাশে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষে অনন্যার প্রাপ্ত নম্বর ৬২.২৫%।

উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক : যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই, বইয়ের অভাবে যারা পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেনা সেইসব অভাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ২০১৬-১৭ সালে একটি বুক ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে ‘উত্তরণ’। সকলের সহযোগিতা ও শুভকামনায় খুব অল্প দিনের মধ্যে ‘উত্তরণ’ এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। বাঁকুড়ার কানকাটা-য় উত্তরণের অফিস ঘরে গড়ে তোলা হয়েছে ‘উত্তরণ লাইব্রেরি’ বা ‘উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক’। যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি জয়েন্টের বইও সংগ্রহ করতে পারবে। বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগের ১৭ জন ছাত্রছাত্রী এই বুক ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় তাদের পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে-এর থেকে আনন্দের বিষয় আর হয়না।

উত্তরণ ক্লথ ব্যাঙ্ক: ২০১৭-১৮ বর্ষে উত্তরণের আর এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল ‘উত্তরণ ক্লথ ব্যাঙ্ক’ গড়ে তোলা। এই ক্লথ ব্যাঙ্ক থেকে অনেক অভাবী মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় পুরানো অথচ ব্যবহারযোগ্য পোশাক সংগ্রহ করতে পারেন।

সেভ ফুড সেভ লাইফ: কিছু অভুক্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার প্রয়াসে ২০১৬সালের নভেম্বর মাসে ‘সেভ ফুড সেভ লাইফ’ নামে যে প্রকল্পের শুরু করেছিল উত্তরণ, তা আজ অনেকটাই বিস্তার লাভ করেছে। অনেক সহৃদয় মানুষ উত্তরণের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন আর তারই ফল স্বরূপ ২০১৭-১৮ বর্ষে প্রায় ২৫০ প্লেট খাবার বাঁচিয়ে সেই খাবার কিছু অসহায় মানুষের মুখে তুলে দিতে পেরেছি আমরা।

জেলার বাইরে সাফল্য: ২০১৭-১৮ বর্ষে উত্তরণের অন্যতম সাফল্য হল নিজের জেলার বাইরে কর্মসূচি পালন। এর আগে বহুবার বিভিন্নভাবে বাঁকুড়া ছাড়াও মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, কলকাতা, নদীয়া ও অন্যান্য জেলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ‘উত্তরণ’, কিন্তু বাঁকুড়ার বাইরে অন্য জেলায় গিয়ে কাজ করা এই প্রথম। গত শীতের মরশুমে ‘উত্তরণ’ পৌঁছে গিয়েছিল পাশের জেলা পুরুলিয়া-য়। সেখানে আদ্রা রেলস্টেশনে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো মানুষগুলোর গায়ে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছে ‘উত্তরণ’। আগামী দিনে আরো বেশি করে জেলার বাইরে গিয়ে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে উত্তরণের।

আগামী পরিকল্পনা

“উত্তরণ”-এর আগামী পরিকল্পনাগুলি হল:

১। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় “উত্তরণ বিদ্যালয়” স্থাপন করা

২। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

৩। একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু করে স্নাতকের তিন সাল, অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছরের বই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপলব্ধ করার পরিকল্পনা আছে।

৪। উত্তরণ মেধাবৃত্তির অর্থ ও সংখ্যার পরিমাণ বেশি করা।

৫। “সেভ ফুড সেভ লাইফ” প্রকল্পের মাধ্যমে আরো বেশি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

৬। বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য শাখার ছাত্রছাত্রীদের “উত্তরণ বুক ব্যাঙ্কে”র সুবিধা প্রদান।

৭। দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়মিত ভাবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফ্রি কোচিং চালু করা।

৮।. দেশ বিদেশে গবেষণারত উত্তরণের সদস্য বন্ধুদের সাহায্যে আগামীদিনে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের দেশ-বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সন্ধান দেওয়া ও সার্বিকভাবে সাহায্য করা।

৯। বিভিন্ন স্কুল কলেজে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা।

১০। আগামীদিনে আরো বেশি করে জেলার বাইরে প্রকল্প গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা।

উপদেষ্টা মণ্ডলী

১। অধ্যাপক অরুনাভ ব্যানার্জি (বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ)

২। শ্রী ভজন দত্ত (সহ- শিক্ষক, মালিয়াড়া আর.এন উচ্চ বিদ্যালয়)

৩। অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত

৪। শ্রী গৌতম কর (সহ- শিক্ষক, মধুবন গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়)

৫। শ্রীমত্যা মাধুরী সেনগুপ্ত

৬। প্রাক্তন অধ্যাপিকা মঞ্জু চক্রবর্তী (খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়)

৭। শ্রীমতী মনিকা দে (বি.এস. এন.এল কর্মচারী)

৮। অধ্যাপিকা মৃদুলা আচার্য (রসায়ন বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ)

৯। শ্রীমতী পিনুশ্রী সাহা (সহ- শিক্ষিকা, বিষ্ণুপুর পরিমল দেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)

১০। শ্রী রঞ্জিত সরকার (প্রকল্প প্রবন্ধক, গান্ধী বিচার পরিষদ, বাঁকুড়া)

১১। শ্রী সুব্রত কুণ্ডু (সহ-প্রবন্ধক, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক)

১২। শ্রী সৌরভ বসু (পরিচালন সমিতি সদস্য, গান্ধী বিচার পরিষদ,বাঁকুড়া)

১৩। শ্রী উজ্জ্বল গাঙ্গুলি (অবসর প্রাপ্ত অফিসার, এস.বি.আই ব্যাঙ্ক)

১৪। অধ্যাপক ডঃ উৎপল কুমার সামন্ত (বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ)

১৫। ভিস্বদেব মুখোপাধ্যায় (সহ-শিক্ষক, Khanta Kshuderdanga High School)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই স্মরনিকা সুযোগ এনে দিলো সেই মানুষ ও সংস্থা* গুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করার, যাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, সাহায্য, অনুপ্রেরনা ও ভালবাসায় "উত্তরণ" আরও একটি গৌরবময় বছর অতিক্রান্ত করল। নিচে বর্ণিত ব্যক্তি ও সংস্থা গুলির প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নাম বাদ গিয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

১। সাহা ইন্সিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কোলকাতা
২। পোহাং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, উত্তর কোরিয়া
৩। এস. এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্স, কোলকাতা
৪। বেস্ট সোলিউসন'স, দুর্গাপুর
৫। ফ্রেন্ড'স ক্যাটারার, বাঁকুড়া
৬। শ্রীমতি শম্পা দরিপা, বিধায়ক, বাঁকুড়া বিধানসভা
৭। আই. আই. টি খড়গপুর
৮। খাতড়া গার্লস হাই স্কুল (উঃ মঃ) খাতড়া
৯। বিলাসপুর গুরু ঘাসিদাস বিশ্ববিদ্যালয়, বিলাসপুর
১০। যুব ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এছাড়াও যারা ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন টিকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত বিজ্ঞাপন দাতাকে "উত্তরণ" অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়।

(* সমস্ত সংস্থা উত্তরণে'র সাথে সরাসরি যুক্ত নয়, কিছু ছাত্র-ছাত্রী বা কর্মী উত্তরণ কে আর্থিক ও অন্যান্য ভাবে সহযোগিতা করেন)

বিশেষ অনুদান

'উত্তরণে'র সাফল্যের অংশীদার সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্খীই। তবে কিছু সদস্য আছেন যারা বিগত অর্থ বর্ষে বিশেষ আর্থিক অনুদান দিয়ে সংস্থার সকল প্রকল্পকে সুষ্ঠ ভাবে চলার পথ সুগম করেছেন। "উত্তরণ" এনাদের সকলের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

১। অনিক জানা
২। বীথিকা কর্মকার
৩। বনানী ব্যানার্জি
৪। জুহি দত্ত
৫। প্রভাত জোশি
৬। মৃদুলা আচার্য
৭। ইন্দিরা পাত্র
৮। সঙ্গীতা চ্যাটার্জী
৯। অনুশ্রী মণ্ডল
১০। সৌরভ সরকার
১১। কমল চ্যাটার্জী
১২। ডঃ পার্থ প্রতিম জানা
১৩। সঙ্গীতা কর
১৪। কুশল কিস্কু
১৫। পীযুষ চক্রবর্তী
১৬। মৈরেয়ী ভট্টাচার্য

উত্তরণ-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

পরশমণি

মেডিলাইফ ও মেডিকেয়ার

ডায়াগনষ্টিক ও পলিক্লিনিক সেন্টার

ডায়াগনষ্টিক পরিষেবা

অত্যাধুনিক প্যাথলজি। ডিজিটাল এক্স-রে। আলট্রাসনোগ্রাফি। ইকো-কার্ডিওগ্রাফি।

ই সি জি। ই ই জি। এন সি ভি। হল্টার মনিটার। কালার ডপলার স্টাডি। ইউরোফ্লোমেট্রি

এখানে অত্যাধুনিক প্যাথোলজি দ্বারা রক্ত, মল, মূত্র, কফ্, থুতু এবং এফ এন এ সি বায়াপ্সি সমস্ত প্রকার পরীক্ষার সু-ব্যবস্থা আছে।

পলিক্লিনিক পরিষেবা

জেনারেল মেডিসিন। স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি। অস্থি রোগ। ই এন টি। স্নায়ু রোগ।

মূত্র রোগ। হৃদ রোগ। শিশু রোগ। চর্ম রোগ। সার্জারি বিভাগ। নেফ্রলজি। গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি।

পরশমণি মেডিকেয়ার প্রাঃ লিঃ

পাটপুর, (স্টেডিয়ামের নিকট), বাঁকুড়া-৭২২১০১

ফোনঃ ০৩২৪২-২৫১৫৫৫, ৮৩৭৩০৮০৩৫৯, ৯০৮৩২৮৫৪৯৮

Website: www.parasmonimedicare.com, email: contact@parasmonimedicare.com

উত্তরন-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

ভর্তি চলিতেছে

ভর্তি চলিতেছে

NEW STAR

EDUCATION CONSULTANCY

GNM ও B.SC.নার্সিং এ

ভর্তির সরাসরি সুযোগ

বি: দ্র :- এখানে ডিমান্ড ড্রাফ্ট মারফৎ কলেজে ফিজ পেমেন্ট করা হয়। নগদে ফিজ পাঠানো হয় না।

অফিস

তেঁতুলতলা বাজার, সারেঙ্গা

যোগাযোগ

9547029240 / 8293174350

9732125169 / 8372040605

সারেঙ্গা ঃঃ বাঁকুড়া

উত্তরণ-এর ৬ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

জীবনদীপ ক্লিনিক

ডাঃ এস. কে রায় (B.I.M.S) Kol.

বিনা অপারেশনে হাইড্রোশিল, অর্শ, ভগন্দর

ও যেকোন সাধারন রোগের চিকিত্সা করা হয়।

সারেঙ্গা (ব্রাহ্মণডিহা রোড)::বাঁকুড়া

মোবাইলঃ 9932499545

উত্তরন-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

"জয় রাঃ "

রায় হার্বালস্

বিভিন্ন কোম্পানির আয়ুর্বেদিক ঔষধ খুচরা ও

পাইকারী মূল্যে পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

সারেঙ্গা (ব্রাহ্মণডিহা রোড)::বাঁকুড়া,

মোবাইলঃ 9932499545

With Best Complements from -

M/S HAHNEMANN HOMOEO

Dr. Coni Mahapatra

এখানে নামী কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

পাওয়া যায় এবং যেকোন রোগের সুচিকিৎসা করা হয়।

সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮ টা

(রবিবার ও মঙ্গলবার বাদে)

274/2/A/1 Katjuridanga, Bankura

Mob- 9434168160

With Best Complements from-

কিওর হাসপাতাল

২৪ ঘন্টা পরিষেবা

পলিক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার

(RSBY ও স্বাস্থ্য সাথী সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল)

মেডিস ডাক্তার স্টুডেন্ট হোস্টেলের বিপরীতে

লোকেপুর, বাঁকুড়া

সার্জারি, গাইনলোজি, অর্থোপেডিক্স, নাক, কান, গলা,

চোখ, মেডিসিন সমস্ত ধরনের চিকিৎসা ও অপারেশন করা হয়।

রিসেপসানঃ **9732512000,** অফিসঃ **03242-252496, 9732521000, 9732522000**

উত্তরণ-এর ৬ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

ভারত সরকার স্বীকৃত ও NBCE Skill Development অনুমোদিত

NiRDIT কম্পিউটার প্রশিক্ষন কেন্দ্র

(An ISO 9001: 2015 Certified)

ডিপ্লোমা কোর্স । সার্টিফিকেট কোর্স । ডি পি টি কোর্স । হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

(এখানে PMGISHA / PBSSD প্রভৃতি সরকারি কোর্স বিনামূল্যে করানো হয়)

সারেঙ্গা নিউ কম্পিউটার একাডেমী

ব্রাহ্মণডিহা রোডঃ মোবাইলঃ ৯৬৩৫৮৯২১১১

Authorized Study Center of NBCE Skill Development Center Code: nbce0186 / Website: www.nbceindia.in

---

উত্তরণ-এর ৬ঠ বার্ষিক সম্মেলনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো-

Nightingale

NURSING TRAINING INSTITUTE

GNM ও BSC নার্সিং (ছেলে ও মেয়ে)

(এখানে ডিমান্ড ড্রাফ্ট মারফত কলেজে ফিজ জমা করা হয়। নগদে ফিজ পাঠানো হয় না।)

সারেঙ্গা, ব্রাহ্মণডিহা রোডে (নিউ কম্পিউটার একাডেমীর উপরে)

Contact: 9083274381 / 8926571417

উত্তরণ-এর ৬ঠ বার্ষিক সম্মেলনে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো-

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে

সারেঙ্গা যুব কম্পিউটার সেন্টার

নিউমার্কেট, নেতাজী মোড়ের দিকে

(আশিষ মন্ডলের বাড়ীর দোতলায়)

মোবাইলঃ 7632934950, 9932577195

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভর্তি চলছে

★ কোর্স শেষে অনলাইনে পরীক্ষা নেবে বিশ্ব বিখ্যাত HP সংস্থা

★ সরকারী সার্টিফিকেট, এক্সট্রা প্র্যাকটিস করার সুযোগ ও অনলাইন মহড়া।

With Best Compliments from-

Mob: 03283-269115

বিগত ১৩ বছর ধরে এলাকাবাসীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

এলাকার একমাত্র সরকারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Webel

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দফতরের

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% সরকারী আর্থিক সহায়তায় ওয়েবেল-এর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত GOVT PROJECT বিনামূল্যে করানো হয়।

স্কুল রোড (থানার পাশে) ✦ সারেঙ্গা ✦ বাঁকুড়া

উত্তরণ-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো-

সফল কেরিয়ার গঠন ও উচ্চ
বেতনের চাকরির জন্য শিখতেই হবে

Best Quality Spoken English
& Written English

RED ROSE

কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের দ্বিতলে,
অশোক নগর,মেদিনীপুর শহর

Mob- 9932909128, 9933155827

উত্তরণ-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে সাফল্য কামনায়-

সেবা মিশন
ডায়্যাগনষ্টিক

সারেঙ্গা, তেঁতুলতলা, শিব মন্দির রোড, বাঁকুড়া

প্রত্যহ রক্ত, মল, মূত্র ও সমস্ত
প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়।

ই.সি.জি করা হয়

বাড়িতে গিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

Mob- 9434679293 / 8116828035

উত্তরণ-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

জ্যোতির্ম্ময়ী ফার্মেসী

ডক্টরস্ ক্লিনিক

৮২, হরিশঙ্কর বাবু লেন (চক বাজার)::বাঁকুড়া

(ড: লালমোহন গাঙ্গুলির পুরানো চেম্বারের নিকটে)

যোগাযোগ: জ্যোতির্ম্ময়ী ফার্মেসী, ঔষধের দোকান

ফোন নম্বর-(০৩২৪২) ২৪১২৪১ / ৯৪৩৪১০১৫২৬

খবরের শিরনামে "উত্তরণ"

কলকাতা 24x7 www.kolkata24x7.com কেউকেটা আর কেউ নয়

মাওবাদী নয় জঙ্গলমহলে এবার বিপ্লব উত্তরণের

By

प्रभात खबर

शिल्पांचल अपडेट

उत्तरण ने मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

बांकुड़ा. बांकुड़ा गांधी विचार परिषद प्रांगण में 'उत्तरण' नामक संस्था ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में सफलता हासिल करने वाले जरूरतमंद 63 मेधावी छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की तथा सात छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किया. मौके पर बांकुड़ा विधायक संपा दरीपा, नगरपालिका चेयरमैन महाप्रसाद सेनगुप्ता, विशिष्ट चिकित्सक डॉ अमिताभ चट्टराज एवं अन्य उपस्थित थे.

প্রতিদিন

'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' প্রকাশিত; সাংস্কৃতিক বিকাশে নজর 'উত্তরণ'–এর

ছবি : প্রতিবেদক

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছিল পথ চলা। কলেজে পড়তে পড়তেই কিছু পড়ুয়া ভেবেছিলেন সমাজসেবা মুলক কাজ করার। আর সেই ভাবনার ফসল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "উত্তরণ"। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সংগঠন বর্তমানে নানা ধরনের সমাজসেবামুলক কাজ করে চলেছে। এবার সাহিত্যের প্রতি জোর দিতে এগিয়ে এল এই সংগঠন। সম্প্রতি এই সংগঠনের উদ্যোগে সাহিত্য বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান হল বাঁকুড়ার গান্ধী বিচার পরিষদে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশিত হল 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' স্বপেননামের একটি সাহিত্য পত্রিকার। ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পত্রিকার প্রকাশ করেন বাঁকুড়ার বিধায়ক শম্পা দরিপা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক গৌতমবুদ্ধ সুরাল, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী অনুপ পাত্র প্রমুখ। তবে শুধু সাহিত্যের মান বাড়ানোই নয়। এর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই এবং মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জানিয়েছে, ২০১২ সালে মাত্র দশ জন সদস্য নিয়ে এই সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ২০০ জন সদস্য রয়েছে। যদিও সংগঠনে বিভিন্ন মানুষ সহযোগিতা করেন বলেও সংগঠনের সদস্যরা জানিয়েছেন। তাছাড়া এই সংস্থার পক্ষ থেকে অনেক দুঃস্থ পড়ুয়াদের পড়াশুনোও চালান হচ্ছে। সংগঠনের সদস্য খাতড়ার ঋতেশ মল্লিক, সুমন রানা জানিয়েছেন, এই সংগঠন আগামী দিনে পড়াশুনোর সহযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কাজকর্ম করবে। শুধু তাই নয়, আগামিদিনে এই সংগঠনটি জেলা জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

আজকাল

কলকাতা মঙ্গলবার ১৩ জুন, ২০১৭

e-পেপার আজকাল

রাজ্য / এবারও মেধাবীদের পাশে দাঁড়াল উত্তরণ

এবারও মেধাবীদের পাশে দাঁড়াল উত্তরণ

রবিবার ১১ জুন, ২০১৭

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ওদের পথ চলা। বিরাট বড় মাপের প্রতিশ্রুতি নেই। প্রতিশ্রুতির ভিড়ে হারিয়ে যাওয়াও নেই। ওঁরা সেটুকুই বলেন, যেটুকু করতে পারবেন। আর সেটাই করেন। এই ছোট ছোট কাজগুলোই অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান যদি করত! তেমনই একটি সংগঠন উত্তরণ। এলাকার বেশ কয়েকজন উদ্যমী তরুণ ও যুবককে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংস্থা। শুরু থেকেই দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। বই তুলে দেওয়া, সংবর্ধনা দেওয়া এসব তো আছেই। সামনের লড়াইয়ের দিনগুলিতেও পাশে থাকে এই সংস্থা। রীতেশ মল্লিক, বীথিকা কর্মকারদের এই উদ্যোগ কয়েক বছর ধরেই সাড়া

জঙ্গলমহল এক্সপ্রেস

একটি মননশীল পাক্ষিক

Govt. of India Registration No.-WBBEN/2015/64722

Postal Regd. No. :SSP(BKU)/RNP-61

আড়ালে, সবার মাঝে—উত্তরণ

বাঁকুড়া □ লোক দেখানে কিংবা খবর হওয়ার জন্য সম
সেবার আড়ালে আজকাল ধান্দাবাজি ভণ্ডামিও প্রক
মানুষের সাথে থেকে সর্বোপরি সামাজিক দায়বদ্ধতা নি
দের সাহায্য নিয়েই উত্তরণের পথ চলা। আর্ত পীড়িত
কদল পড়ুয়া কিংবা সদ্য পাশ করা তরুণ-যুবদল জো
বার কাজ করে চলেছে। তাদের কাজের ধারাও রীতিমা
।
জায় উত্তরণের বন্ধুরা হাতিরামপুরে, শবরটোলা—বাঁকাক
গ্রাম নোয়াডিতে হাজির হয়েছিল অমলিন হাসি নিয়ে।
পাতে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে কাটায় তাদেরও সামিল
ন জামা-কাপড়, শাড়ি-ধুতি পেয়ে এইসব মূঢ়-ম্লান মু
ভব করল মানবিকতার স্পর্শ। উত্তরণ টীমের তরুণ
○ এরপর দ্বিতীয়

রীতেশ মল্লিক জানালেন, স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর নিয়ে যখন সভা-সমিতির আলোচনা, পথ মিছিল চলছে মহাধুমধামের সঙ্গে আমরা দল বেঁধে তার সুরে সুর মিলিয়ে পৌঁছে গেলাম অন্ত্য-দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে। অনাহার, দারিদ্র, সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে অন্ত্যজ নামে যারা বিশেষিত তাদের পাশে দাঁড়িয়েই আমরা স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাই। সমাজের বিশিষ্টজনেরা উত্তরণের পাশে থাকায় মেধাবৃত্তি, খাদ্য সুনিশ্চিত এবং শিক্ষাকে সামাজিক অধিকারে পরিনত করার কাজটি

শহর নগর

পাক্ষিক সংবাদ সাময়িকী

MODERN NEWS REVIEW Come & Join as a Writer Mob.- 8900749066

হাসপাতালে চিকিৎসাও চলছে নিয়মিত। গোলকবাবু যে কঠিন সত্যটা উপলব্ধি করেছেন তা হল মৃত্যুতো একদিন আসবেই, কাজেই সেটা নিয়ে না ভেবে নাচে গানে জীবনটা নেওয়াই ভালো। গোলকবাবু কথায়- ' জীবনে কতটা সময় আর বাকী আছে তা না ভেবে একটা সেকেন্ড কতটা জীবন লুকিয়ে আছে তাই ভাবা ভাল'। গোলকবাবুর জন্ম পুরুলিয়া জেলার কেন্দা থানার ভান্ডারপুয়াড়া গ্রামে। বাবা ফেরি করে সংসার চালিয়েছেন। খুব অল্প বয়স থেকেই বাউল গানের প্রতি আসক্তি থেকেই বাউল গানে তালিম নেওয়া শুরু। বাবার কাছেই গান শেখার হাতেখড়ি। অংশ নিয়েছেন পুরুলিয়ার নিজস্ব বাউল, ছৌ ও নাচনীর দলেও। দারিদ্রের কারণে উচ্চ-মাধ্যমিকের পর

● শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

অভাবী মেধাবীদের পাশে উত্তরণ

শহরনগর প্রতিবেদন, বাঁকুড়া ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর শুধুমাত্র দারিদ্রের কারনেই উচ্চশিক্ষার ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে হয় অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে। বাঁকুড়ার একঝাঁক উজ্জ্বল যুবক নিজেদের স্কলারশিপের টাকা এবং অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে এইসব অভাবী মেধাবীদের পাশে থাকার শপথ নিয়েছে, গড়ে তুলছে 'উত্তরণ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের লক্ষ্যই দুঃস্থদের পাশে থাক, সাহায্য কর। ২০১২ সালের জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করে চলেছে উত্তরণের প্রাণ চঞ্চল যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীরা। গত ১১জুন সকালে বাঁকুড়া গান্ধী বিচার পরিষদের হলঘরে সংগঠনের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে ৭০জন অভাবী ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল উত্তরণ। শুধু বাঁকুড়া জেলা নয় বর্ধমান ও পুরুলিয়া থেকেও এসেছিলেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এদের মধ্যে ৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বই ও ৭ জনকে আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি আগামী দিনগুলিতে পাশে থাকারও আশ্বাস দেওয়া হল। বাঁকুড়ার বিধায়ক শম্পা দরিপা, পৌরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য, চিকিৎসক অমিতাভ চট্টরাজ, অধ্যাপক গৌতমবুদ্ধ সুরাল সহ বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতি ও অলোচনায় উত্তরণের সদস্যদের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকা নয় উত্তরন বাঁকুড়া স্টেশন এলাকায় ফুটপাথে পড়ে থাকা কিছু দুঃস্থ মানুষকে একবেলা খাবার দেওয়া ও শীত বস্ত্র দেওয়ার কাজ করে থাকে বলে অলোচনা থেকে জানা যায়। বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোঁরায় অবিক্রিত পড়ে থাকা খাবার তাদের দেওয়া হলে নিজ উদ্যোগে উত্তরণের সদস্যরা নিয়ে এসে অভুক্তদের পাতে তুলে দিতে চান বলে সংগঠনের সম্পাদক রীতেশ মল্লিক জানিয়েছেন। তারা শ্লোগান তুলেছেন 'সেভ ফুড সেভ লাইফ'।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

াঁকুড়া আগামী

WBBEN/2005/15445

প্রতিটি পঞ্চায়ে
চাল নিয়ে প্র
ধারাবাহিক
হবে। এবা
ব্রাহ্মণ
রঘুনাথ

উত্তরণের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন

বাঁকুড়া : সম্পদের প্রাচুর্যে নয় হৃদয় ঐশ্বর্যে ধনী ,যৌবনের প্রাণরসে ভরপুর একদল যুবক যুবতী (মূলত ছাত্রছাত্রী)দের সংগঠন "উত্তরণ " নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে এই শহরেরই বুকে মানুষের জন্য। 2012সাল থেকেই উত্তরণ দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে। যা শুধু বাঁকুড়া জেলা নয় পুরুলিয়া ,বর্ধমান ,মেদিনীপুর সহ আশেপাশের শিক্ষামহলেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

গত ১১ই জুন (রবিবার) বাঁকুড়ার গাঁধী বিচার পরিষদের সভাগৃহে উত্তরণের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের মতো এবছরও উত্তরণ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালো। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলা থেকে আসা ৭০জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬৩জনকে বই ও ৭জনকে স্কলারশিপ প্রদান করে এবং আগামী দিনগুলোতেও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয় উত্তরণ। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিধায়ক শম্পা দরিপা ,পুরসভার চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত ,বিশিষ্ট চিকিত্সক অমিতাভ চট্টরাজ ,শিক্ষাবিদ গৌতম বুদ্ধ সুরাল সহ সমাজের বিশিষ্ট জনেরা। উত্তরণের সম্পাদক রীতেশ মল্লিক তাঁর বক্তৃতায় খাদ্য বস্ত্র দিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া নয় , শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সাবলম্বী করে তোলার কথা বলেন।

Govt. of India Regd. No. 42028/82
Postal Regd. No. SSP (BKU) RNP-29 (2017-2019)

বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
প্রতি ইংরাজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়

"উত্তরণ"-এর অভিনব প্রয়াস

সংবাদদাতা- ভজন দত্ত, বাঁকুড়া ॥ সম্পদের প্রাচুর্যে নয় হৃদয় ঐশ্বর্যে ধনী, যৌবনের প্রাণরসে ভরপুর একদল যুবক-যুবতী (মূলত ছাত্র-ছাত্রী)-দের সংগঠন "উত্তরণ" নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে এই শহরেরই বুকে মানুষের জন্য। ২০১২ সাল থেকেই 'উত্তরণ' দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে। যা শুধু বাঁকুড়া জেলা নয় পুরুলিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর সহ আশে-পাশের শিক্ষা মহলেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। গত ১১ই জুন (রবিবার) বাঁকুড়ার গান্ধী বিচার পরিষদ এর সভাগৃহে 'উত্তরণ'-এর পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের মতো এবছরও 'উত্তরণ' দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালো। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলা থেকে আসা ৭০জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬৩ জনকে বই ও ৭জনকে স্কলারশিপ প্রদান করে এবং আগামী দিনগুলোতেও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয় 'উত্তরণ'। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিধায়ক শম্পা দরিপা, বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট চিকিৎসক অমিতাভ চট্টরাজ, শিক্ষাবিদ্ গৌতমবুদ্ধ সুরাল সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা। 'উত্তরণ'-এর সম্পাদক রীতেশ মল্লিক তার বক্তৃতায় 'খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে মানুষকে পঙ্গু করা নয়, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করে এক সুস্থ সবল মানবসম্পদ গড়ে তোলার কথা বলেন।

অভাবী মেধাবীদের পাশে উত্তরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ☐ মেধার বিকাশে আমাদের জেলা সারা বিশ্বের কাছে অতুলনীয়। দশ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের গৌরবময় ইতিহাস পাওয়া যায় আমাদের জেলার। মানব ধর্ম-ইতিহাস-সংস্কৃতির সহনশীল-সৃষ্টিশীল জেলার অফুরন্ত জীবনী শক্তি। সদ্য হাতে নাতে প্রমাণ মিলেছে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঘোষিত মেধা তালিকা দেখে। ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে জেলাটির অনন্য মেধা মননের কথা। যে জেলায় একদিন ধ্বনিত হয়েছিল 'সবার উপরে মানুষ সত্যের কথা' সেখানে উত্তরণের এক ঝাঁক যৌবন আরও গর্বিত করে চলেছে আমাদের।

বর্তমান অবক্ষয়িত, অবমূল্যায়নের দুয়ারে দাঁড়িয়ে 'উত্তরণ' এর লড়াকু দামাল যৌবন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে চলেছে। শাশ্বত ভারতের বাণী, স্বামীজীর মানবসেবার দর্শনের জাগ্রত বিবেক উত্তরণের একঝাঁক সমাজকর্মী। অভাবী মেধাবী, দুঃস্থ-অসহায় ছাত্রছাত্রীদের পাশে এবারও দাঁড়াল তারা। ২০১২ সাল থেকে তারা মেধাযজ্ঞ করে চলেছে বাঁকুড়ার ব্যতিক্রমী মেধাবীদের জন্য। মাত্র পাঁচ সাতজন ছাত্রছাত্রী যারা পড়াশুনার মধ্যে থেকে, কর্মরত হয়েও একাজ করে চলেছে তাদের কুর্নিশ জানাক গোটা সমাজ। শুধু কি এই কাজ? অন্নহীন নিরন্নদের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া সর্বস্ব সমাজে। অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করে হোটেল, রেস্তোঁরা ভোজবাড়ি থেকে।

গ্রহন উপযোগী খাবার তারা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খাওয়ায় যারা অভ্যস্ত তাদের হাতে সযত্নে তুলে দেয় পরম মমতায়। এ দৃশ্য দেখা যাবে বাঁকুড়া স্টেশনে গেলে। শীতে কম্বল চাদর দিয়ে তাপিত হৃদয়ে পাশে দাঁড়ায় উত্তরণ।

মানুষ সতত সহৃদয়, সংবেদনশীল। জেলার এক সময়ের কৃতী মাধ্যমিক স্থানাধিকারী চিরঞ্জীবদের মা যেমন রয়েছেন পাশে তেমনি জেলা তথা শহরের গুণী সন্তান লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডা. অমিতাভ চট্টরাজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু সফল ব্যক্তিত্ব উত্তরণের উজ্জ্বল একঝাঁকের কাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পাশে থাকার জন্য অঙ্গীকার করেছেন। বিধায়ক থেকে পৌরপ্রধানও খুশি তাদের কাজে। উত্তরণের রীতেশ মল্লিকের দাবী হাল ছেড়ো না, জেলা ছেড়োনা, তোমরাও থাকো আমাদের পাশে। তাই উত্তরণের তরণীতে এখন দুশোরও বেশি সৈনিক। যারা সরে যায়নি সংবর্ধনা-সম্মাননা নিয়ে। তারাও ব্রতী উত্তরণের সৈনিক হিসাবে। সম্প্রতি শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সভাঘরে এবারও তারা সত্তর (৭০) জন সফল অভাবী মেধাবীকে দিল আর্থিক সাহায্য, পাঠ্যপুস্তক। সংগঠনের প্রধান রীতেশ মল্লিক সবিনয়ে জানান, পাশে থাকার সাথে থাকার কথা।

'উত্তরণ' ৫ম বর্ষ বার্ষিক সম্মেলন

নিঃ সঃ ☐ ১১ই জুন, ২০১৭, উত্তরণ (ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন) সংগঠনের ৫ম বর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া গান্ধী বিচার পরিষদের মিটিং হলে। সকাল ৯.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ, উজ্জ্বল গাঙ্গুলী, কবি ভজন দত্ত, অধ্যাপক গৌতম সুরাল, রাজগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিষ পাত্র, জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, জেলা প্রেস ক্লাবের সহ সম্পাদক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, পৌরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বাঁকুড়ার বিধায়ক প্রমুখ। ৭০ জন ছাত্রছাত্রীকে বই ও অর্থ প্রদান করা হয়। প্রতিটি বক্তাই এই সংস্থার সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংস্থার সভাপতি বীথিকা কর্মকার সকলের সহযোগিতার কথা বলেন। সঞ্চালনা করেন সম্পাদক রীতেশ মল্লিক।

আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী ও অর্থ সাহায্য তুলে দিল "উত্তরণ"

নিজস্ব সংবাদদাতা- বাঁকুড়া, ১১ই জুন ॥ ২০১২ সালে কয়েকটি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আপনারে লয়ে বিব্রত না থেকে সমাজসচেতনতা থেকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থেকে "চরৈবেতি" মন্ত্রে জারিত হয়ে সকলের সাথে থেকে সকলকে পাশে রেখে গড়ে তুলেছিল এক সমাজসেবী সংস্থা "উত্তরণ—একটি প্রয়াস"।

এই সংস্থার পঞ্চম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল শহরের গান্ধী বিচার পরিষদের সভাগৃহে ১১ই জুন। সম্পাদক রীতেশ মল্লিকের কথায় পাঁচ সাতজন বন্ধু-বান্ধবীর হাত ধরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে "উত্তরণ" লক্ষ্য আদর্শ পূরণে যে চারাগাছটি রোপন করা হয়েছিল তা আজ বটবৃক্ষে পরিণত। তার কথায় আজ আর পাঁচ-সাতজন নয় প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই "উত্তরণ" পরিবারের সদস্য। মানবিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত "উত্তরণ" তাদের সামর্থ্য ও সাধ্যের মধ্যে দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যতম প্রকল্প তাদের SAVE FOOD, SAVE LIFE

(এরপর ৪ পাতায়)

১৩ই অগস্ট'২০১৭ , রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার দরিদ্র শিশুদের সাথে "উত্তরন"এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন।

৩০শে ডিসেম্বর'২০১৭ , পুরুলিয়ার আদ্রা রেল স্টেশনের শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।

২৪ই সেপ্টেম্বর'২০১৭- হীরবাঁধ এর শবর অধ্যুসিত বাঁকাকদম গ্রামে "শারদীয়া" প্রকল্প উদযাপন।

৩১ই অগস্ট'২০১৭-নতুনগঞ্জ, বাঁকুড়া থেকে সংগৃহিত অতিরিক্ত খাবার তুলে দেওয়া হল মাচানতলা বস্তিতে।

কানকাটা বাঁকুড়াতে "উত্তরণ বুক ব্যাঙ্ক"এ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য রাখা বইয়ের সারি (আংশিক)।

২৭ই সেপ্ট'১৭ -শুশুনিয়া দুর্গাপূজা কমিটির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। মণ্ডপের সামনে "উত্তরন"এর কর্মকাণ্ড সম্বলিত ব্যানার।

।। সাথে থেকো সাথে রেখো ।।

Website : www.bankurauttoran.org
Visit us at : https://www.facebook.com / uttoranAnEndeavour